১০৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 23 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রশিবির ক্যাডারদের মহড়া

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে আবার মহড়া দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ক্যাডারের বিরুদ্ধে মতিহার থানায় একাধিক সন্ত্রাসী মামলা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়।

রাকসু নির্বাচনকে উপলক্ষ করে পুনঃ ভর্তির সুযোগে ছাত্র শিবিরের পুরনো ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে জড়ো করা হচ্ছে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়। গত বৃহস্পতি-বার সকালে ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের মিছিলে এসব পুরনো ক্যাডারদের দেখা গেছে। এদের মধ্যে দুর্ধর্ষ ক্যাডার মাইনুল ইসলাম ও শাহাদৎ হোসেনের নামে একাধিক সন্ত্রাসী মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্র জানায়।

এদিকে দু'বছর আগে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত মৌলবাদী এই ছাত্র সংগঠনটি রাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুনঃ ভর্তির সুযোগে পুনরায় ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ক্যাম্পাসে তারা পুলিশের উপ-স্থিতিতে বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল ও সভা-সমাবেশ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগে পুনঃ ভর্তির জন্য ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রায় ৩শ' ক্যাডার ফরম তুলেছে বলে জানা গেছে। তবে ভাষা বিভাগ এ ব্যাপারে কিছুই জানাতে চায়নি। পুনঃ ভর্তির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরের ভোটার বাড়ানোর এই নতুন কৌশলে প্রগতিশীল শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সাংস্কৃতিক কর্মী ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ আশংকিত হয়ে পড়েছেন। মাত্র দু বছর আগে ছাত্র শিবিরের অর্ধ দশকের একক আধিপত্যের অবসান ঘটলেও বর্তমানে এই মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটি পুনরায় ক্যাম্পাসে তাদের অবস্থান গড়ে তুলবে এমন আশংকা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর সশস্ত্র হামলার পর ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসে একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর তৎকালীন বিশ্ববিদ্যা-লয় এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় ছাত্রশিবির প্রায় অর্ধ দশক ক্যাম্পাসে নির্বিঘ্নে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য অপকর্ম চালায়।

'৯৭ সালের ২৬শে এপ্রিল ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে নজিরবিহীন নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে বর্তমান উপাচার্য ও দু'জন শিক্ষকের বাসা এবং সংবাদ প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম আকাশের কক্ষ ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ ঘটনার পর সরকার আরএমপির কমিশনার হিসেবে এ কে এম শামসুদ্দিনকে (বর্তমানে ডিএমপি কমিশনার) নিয়োগ দেন। এর অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই শিবির ক্যাডাররা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে কুষ্টিয়া ও যশোর হত্যাকাণ্ডের পর মৌলবাদী এই সংগঠনটি ক্যাম্পাসে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে। ছাত্র-ছাত্রীরা আশংকা প্রকাশ করে বলেছে, ছাত্রশিবির বর্তমান শান্ত ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার জন্য ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটিয়েছে ক্যাম্পাসে।

প্রক্টর প্রফেসর মোখলেসুর রহমান জানান, ক্যাম্পাসে আর কাউকে সন্ত্রাস করতে দেয়া হবে না।